ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন , ২০১১

(২০১১ সনের ১১ নং আইন)

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল -

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন , ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২৯শে বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২ ই মে,২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "কমিশনার" অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার;

(২) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর section 4 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Bridge Authority;

(৩) "জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য" অর্থ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে, কোন কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে;

(৪) "ডেপুটি কমিশনার" অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত Deputy Commissioner;

(৫) "প্রকল্প" অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর অধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মান ও

পরিচালনার উদ্দেশ্যে গৃহীত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প;

(৬) “ব্যক্তি” অর্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা দেশী বা বিদেশী সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৭) “ভূমি অধিগ্রহন অধ্যাদেশ ” অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) I

আইনের প্রাধান্য

৩। ভূমি অধিগ্রহন অধ্যাদেশ, তদধীন প্রণীত বিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে ।

প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

৪। এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি, ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যাইবে।

বিশেষ বিধান

৫। (১) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রদানের পর অধিগ্রহণাধীন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনার বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবে না।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে ডেপুটি কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির উপর নির্মিত বা নির্মাণাধীন কোন ঘর-বাড়ি বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনা জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে বা নির্মাণাধীন আছে বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা ভূমির শ্রেণীর পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা পরিবর্তনকে উক্ত ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি যদি থাকে, প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাবি প্রত্যাখ্যানের কারণে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, প্রত্যাখ্যান আদেশ জারি হইবার সাত দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কমিশনারের নিকট উক্ত প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আপীলের বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর